ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৫৯১
আগরতলা, ৩০ জুন, ২০২৪

স্টেট ইঞ্জিনীয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির
প্রকৌশলীরা হলেন সমাজ নির্মাণের অন্যতম কারিগর ঃ মুখ্যমন্ত্রী

প্রকৌশলীরা হলেন সমাজ নির্মাণের অন্যতম কারিগর। সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্প রূপায়ণে তাদের বড় ভূমিকা রয়েছে। আজ আগরতলার ভগৎ সিং যুব আবাসে স্টেট ইঞ্জিনীয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে স্টেট ইঞ্জিনীয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এবছরের ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে এমন ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের হাতে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ছাত্রছাত্রীরাই হল রাজ্যের ভবিষ্যৎ। পড়াশুনার পাশাপাশি দেশ ও রাজ্যের জন্য কাজ করার মানসিকতা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদানই আমাদের শেখায় সবচেয়ে বড় ধর্ম মানবতা। একজন ব্যক্তি তার দান করা রক্তের মাধ্যমে অনেকগুলি রোগীর প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম। তাই রক্তদানে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, সমাজে প্রকৌশলীদের গুরু দায়িত্ব রয়েছে। সড়ক নির্মাণ, বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রকৌশলীদের অবদান রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানেও প্রকৌশলীদের আরও বেশি করে উদ্ভাবনী চিন্তাধারা প্রয়োগ করতে হবে। রাজ্যের বর্তমান সরকার প্রতিনিয়ত নুতন নুতন উদ্ভাবনী প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। রাজ্যের উন্নয়নে ভূমিকা পালনের পাশাপাশি স্টেট ইঞ্জিনীয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মানুষের সমস্যা নিরসনে 'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু' কর্মসূচি সমাজের মানুষের আরও কাছে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রতিটি জেলার নাগরিকদের সাথে 'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু' কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকৌশলী সত্যব্রত দাস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন চিফ ইঞ্জিনীয়ার বিমল দাস। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনীয়ার সূর্য কুমার দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন চিফ ইঞ্জিনীয়ার অমিত দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। শিবিরে ৩১ জন রক্তদান করেন।

****